দৈনিক ইত্তেফাক

APR 12 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

## আসল ও নকল

বেলাল চৌধুরী



বদলি হিসেবে কাটল চিরটাকাল–
কি খেলার মাঠ কি অভিনয় মঞ্চ বা পর্দায়,
যখনই দিয়েছে দেখা বিপজ্জনক কোনো পরিস্থিতি
প্রয়োজন পড়েছে বিকল্পের ;
তখনই খোঁজ খোঁজ রব–
চিত্রনাট্য অনুযায়ী অত্যাশ্চর্য কোনো কেরদানি
যেমন ভিলেন বদমাইশদের ধাওয়া করা বা পেছু নেওয়া
জীবনের যাবতীয় ঝুঁকি নেওয়ার মুহূর্তগুলিতে
ডাক পড়েছে আমাদের মতো বাহাদুর পেশাধারীদের;
ধরা যাক ঘাট ফিট উঁচু থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নিচের মাটিতে–
যেখানে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার নেই কোনও অবকাশ
ডামি বা বদলির আবার জীবনের কি বা নাম কিই বা ধাম।

# ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের রূপরেখা

❑ মনসুর মুসা ❑

বিশ্ব শতকের শেষে মাতৃভাষার অধিকার সংরক্ষণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রবাসী কতিপয় তরুণের উৎসাহে এবং বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব সকলের উদ্যোগে একুশের ভাষাআন্দোলনের অমর স্মৃতিকে উদ্ভাসিত একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণ করার কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০১ সালে ঢাকায় জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব কফি আনান-এর উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইউনেস্কো উদার সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে। বাংলাদেশ সরকারও এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতার সাথে কাজকর্ম শুরু করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সংগঠন ও প্রশাসন এবং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিকল্পনার রূপরেখা কোথাও নিবদ্ধন হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও লেখালেখিতে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সংক্রান্ত কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপের বিবরণী পাওয়া যায়। কিন্তু 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' নামের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যুক্তিসংগতভাবে কি কি বিভাগ, কতো রকমের কর্মকাণ্ড, কত রকমের প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম হতে পারে তার কোনো সঠিক চিত্র কোথাও কেউ উপস্থাপন করেছেন বলে জানা যায়নি। কিঞ্চিৎ অতিব্যস্ততার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ করতে গিয়ে তার সার্বিক রূপরেখার কোনো পরিচয় কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি।

মানুষ যখন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে, সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আগে কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি গড়া হচ্ছে তা বিবেচনা করা দরকার। যে কোন প্রতিষ্ঠান কোনো একটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের থাকে সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। সংগঠন নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে থাকে। পৃথিবীতে উদ্দেশ্যবিহীন কোনো প্রতিষ্ঠানের নজির নেই। প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য কতগুলো কর্মধারা ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সেই জন্য সব প্রতিষ্ঠানের একটি মূল উদ্দেশ্য থাকে, মূল উদ্দেশ্য উপযোগী সংগঠন থাকে এবং সংগঠনের নির্ধারিত ও সংজ্ঞায়িত কর্মপরিকল্পনা থাকে। তাহলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, লক্ষ্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের একটি যৌক্তিক পারম্পর্য ও সম্পর্ক থাকা উচিত।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য কি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটির যে সংগঠন (Structure) হবে তার সঙ্গে তার উদ্দেশ্যের সঙ্গতি থাকা অপরিহার্য। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কর্মকাণ্ড গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান অবস্থায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য: লক্ষ্যের উপযোগী সংগঠন এবং সংগঠনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের একটি রূপরেখা প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তার মধ্যে থাকা আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এই প্রতিষ্ঠান গঠনের মহৎ উদ্যোগ যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের চিন্তার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সংগঠন, লোকবল-এর কর্মকাণ্ড ও উৎপাদন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়, কিন্তু কোনো একটি মৌলিক দলিলের মধ্যে যাকে সচরাচর 'প্রতিষ্ঠা দলিল' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তা আছে বলে আমাদের জানা নেই। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে ও সরকারী প্রজ্ঞাপন ও দাপ্তরিক কাগজপত্রে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করা আছে। প্রদত্ত তথ্যগুলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দেয় না। এর সংগঠন পরিকল্পনার কোন রূপরেখাও উপস্থাপন করে না। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবায়নের কোনো বিবরণীও দেয় না, ফলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠানটি কি তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি তাও বোঝা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কি হবে তারও কোনো প্রণালী সম্মত রূপরেখা পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো সূচিও। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কোনো গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ, নিবন্ধ কিংবা প্রতিবেদন অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা প্রায় দুঃসাধ্য।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্পর্কে আমাদের ভাবনা এই নিবন্ধে আমরা উপস্থিত করতে চাই। আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি গবেষণামূলক ও ভাষা শিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান হবে।

পৃথিবীতে কতো মাতৃভাষা আছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দুঃসাধ্য। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার ভাষা পৃথিবীর মানুষেরা ব্যবহার করে থাকেন। এই সব ভাষার মধ্যে দেড়শ' থেকে দু'শো ভাষার লিপি আছে। অন্যগুলোতে লিপি নেই। অনেকগুলো ভাষা বিপদাপন্ন ভাষা (Endangered language) হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ধরনের বিপদাপন্ন ভাষা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ইউনেস্কোর অন্যতম লক্ষ্য। বিপদাপন্ন ভাষা ছাড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা আছে শত শত। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাগুলো বৃহৎ জাতিসত্তার ভাষার চাপের মুখে আছে। এছাড়া এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেকগুলো ভাষা আছে যেগুলোকে ব্যাপক সংযোগের ভাষা (Language of wider communication) বলা হয়। এই ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মান, রুশ, টার্কিশ, ফার্সি, আরবি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, চিনা, জাপানি, সোয়াহিলি ভাষা প্রধান। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য ব্যাপক সংযোগের ভাষাগুলো শেখা প্রয়োজন। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক সংযোগের ভাষাগুলো আয়ত্ত করা, জ্ঞান-প্রকৌশল স্থানান্তর (Knowledge tecnology transfer) অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষার ক্ষেত্রে পাঠ-উপকরণ নির্মাণ ও লিপি প্রবর্তন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিপদাপন্ন ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে গবেষণা এবং সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গঠনগত দিক থেকে ৪টি শাখায় বিভক্ত হতে পারে।

১. ব্যাপক সংযোগের ভাষাগুলোর ভাষা প্রশিক্ষণ শাখা।
২. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষার উন্নয়ন, লিপি নির্ধারণ ও পাঠোপকরণ প্রভৃতি শাখা।
৩. বিপদাপন্ন ভাষা বিষয়ে গবেষণা শাখা।
৪. অপ্রচলিত ভাষা বা মৃত ভাষা শাখা।

ভাষা নিয়ে যেকোনো কাজ করতে হলে ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে যেসব ভাষা নিয়ে গবেষণা করা হবে, পাঠ-উপকরণ নির্মাণ করা হবে কিংবা ভাষা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে সব ক্ষেত্রেই প্রতিটি ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, রূপতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, বাক্যতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ও অর্থতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাষাবিজ্ঞানী ব্যতীত এসব কাজ সচরাচর করা সম্ভব নয়। সেইজন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাপ্রেমীদের সম্মিলনক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পৃথিবীতে অনেক অপ্রচলিত ভাষা আছে। কেউ কেউ এসব ভাষাকে মৃত ভাষাও বলে থাকেন। এইসব ভাষার নমুনা সংরক্ষিত থাকতে পারে। ভাষা বিবর্তনের ইতিহাসের জন্য যা জরুরী। ভাষা না জানলে সংরক্ষিত নমুনা মানুষের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে না। সুতরাং পৃথিবীর যেসব ভাষা বা লিপি এখনও বিশেষজ্ঞরা পাঠ করতে পারেননি (যেমন হরপ্পা লিপি) সেগুলো নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকতে পারে।

সার্ক গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিল। সার্কভুক্ত দেশগুলোতে কমপক্ষে আনুমানিক পাঁচ শতাধিক ভাষা আছে। বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আরও প্রায় ৪০টি ভাষা রয়েছে। এই জনগোষ্ঠি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শিখে থাকেন। অথচ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা শেখার বিজ্ঞানসম্মত কোনো পাঠ উপকরণ এখনও পর্যন্ত তৈরী করা হয়নি। এই কাজটিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট করতে পারে। বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ও মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ভাষা গবেষণা, ভাষা শিক্ষা ও ভাষা সংরক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মানব-সম্পদ। মানব-সম্পদ রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জন করে থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট শ্রম রপ্তানির ক্ষেত্রে ভাষায় দক্ষতাপ্রাপ্ত মানব- সম্পদ তৈরী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ আরও প্রসারিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আরবি, ভাষা, ইংরেজি ভাষা, জাপানি ভাষা, কোরিয়ানভাষা, চিনা ভাষা, মালয়ীভাষা, বার্মিজভাষা, হিন্দিভাষা, উর্দুভাষা ইত্যাদি ভাষায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করছে (যেমন : আফ্রিকা, কোসভো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরাক, সৌদি আরব ইত্যাদি)।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে হলে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় ভাষা-দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ধারণার মধ্যে অবশ্যই বাংলাভাষা গবেষণার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। বাংলাভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ মাতৃভাষা। এই ভাষা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, আকিয়াব অর্থাৎ পুরো উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক সংযোগের ভাষা। এছাড়া বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার, কানাডা, সুইডেন, সৌদি আরব ইত্যাদি স্থানে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে। এই সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা করা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের Metropolitan responsbility বাংলাদেশ রাষ্ট্র Metro দায়িত্ব পালন না করলে এই জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে শিকড়ের সাথে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রবাসী বাঙালীদের ভাষা ও সংস্কৃতির যোগসূত্র হিসেবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও উপকরণ সরবরাহ করতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা একটা কথা বলতো, সেটি হচ্ছে, যেখানে আমাদের ভাষা যাবে, সেখানে আমাদের বাণিজ্য যাবে। গত দু'শো বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যেখানে ইংরেজী ভাষা গেছে সেখানে ইংরেজদের বাণিজ্য গেছে। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভাষা গবেষণা, ভাষা সংরক্ষণ, ভাষা শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে দ্বিভাষিক ও বহুভাষিক অভিধান প্রয়োজন। অভিধান তৈরী করার কাজের অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে অভিধান রচয়িতারা দ্বিভাষিক কিংবা বহুভাষিক হবেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার দ্বিভাষিক ও বহুভাষিক অভিধান তৈরীর প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

(১৮শ পৃঃ দ্রঃ)